দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুল শিক্ষকের মর্যাদাদান এবং মৃত্যু

চাকুরী সরকারিকরণ হইবে এরূপ আশ্বাস পাইয়া বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্যপরিষদ টানা কয়েকদিনের আন্দোলন স্থগিত করিয়াছে। আগামী সাত দিনের ভিতরেই ইতিবাচক পদক্ষেপ লওয়া হইবে বলিয়া সরকার তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে। আন্দোলন চলাকালে গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার পথে পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দেয়, লাঠিপেটা করে এবং গরম জলকামান ব্যবহার করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। আর, আহতদের মধ্যে একজন হাসপাতাল হইতে প্রাথমিক চিকিৎসা লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে ইতোমধ্যে প্রাণও হারাইয়াছেন। তিনি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আর ষাটোর্ধ্ব বয়স লইয়াও তিনি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হইয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশের প্রহার তাহার শরীরে সহে নাই, তাহাকে মূল্য হিসাবে প্রাণটা দিতে হইয়াছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারের পক্ষ হইতে তড়িঘড়ি করিয়া আশ্বাসবাণী শোনানো হইয়াছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারাদেশে ২৪ হাজারের মতো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে এবং এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রহিয়াছেন প্রায় এক লক্ষ। বেশ কয়েক মাস হইতেই তাহারা চাকুরী সরকারিকরণের জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা নাগরিক অধিকার সংগঠন তাহাদের পাশে সহানুভূতি জানাইতে দাঁড়ায় নাই। অবশেষে, পুলিশের লাঠিপেটা ও একজন শিক্ষকের মৃত্যুর বিনিময়ে তাহারা চাকুরী সরকারিকরণের আশ্বাসটুকু পাইয়াছেন।

অন্যদিকে, সরকারি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি সুসংবাদও রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করিবার ঘোষণা দিয়াছেন। আর এই ঘোষণাদানের সময় তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, আমরা যদি শিক্ষকদের মর্যাদা না দিতে পারি তাহা হইলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীও তৈরি হইবে না এবং এই জাতি বেশি দূর আগাইতে পারিবে না। জাতীয় নেতৃবৃন্দের এরূপ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও দেশের সুনাগরিক গড়িয়া তুলিবার কারিগরগণ অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকগণ কেন যে এতোকাল তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় কর্মরত থাকিয়া নাজেহাল হইতেছেন তাহা ভাবিতেই অবাক লাগে। আরও অবাক লাগে, এই কথাগুলি তিনি যখন বলিতেছেন সেই দিনই শহরের অন্যপ্রান্তে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে পুলিশ লাঠিপেটা করিতেছে। তদুপরি, বলিতে হইবে এই উদ্যোগের ফলে কেবলমাত্র হাতেগোনা সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকগণই দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা পাইলেন। আর, বৃহদাংশ বেসরকারি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এখনও তৃতীয় শ্রেণীতেই পড়িয়া রহিলেন।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালোর দিকেই যাইতেছে বলিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে যুগোপযোগী করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইবার কথা আমাদেরকে ভাবিতেই হইবে। শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বেসরকারি পর্যায়ে অনেক আয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু, বিশেষত গ্রামের, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য সরকারি ব্যবস্থাই ভরসা। আর, বাংলাদেশে ইহারাই হইল সিংহভাগ মানুষ। সেহেতু এই সিংহভাগ মানুষের জন্য উন্নততর শিক্ষার কথা সরকার ভাবিবে ইহাই কাম্য। অবশ্যই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য উন্নততর প্রশিক্ষণ ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের যে মর্যাদাদানের কথা বলিয়াছেন তাহা সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে সীমিত থাকিলেই চলিবে না। তাহা বিস্তৃত করিতে হইবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের জন্যই। একজন প্রধান শিক্ষককে যেন ভাতকাপড়ের নিশ্চয়তার জন্য পথে নামিয়া মার খাইয়া মরিতে না হয়- জাতির জন্য ইহার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নাই।